দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 29-DEC-2002
পৃষ্ঠা - ৯ কলাম - ৩

এবতেদায়ি স্তরে (৮-এর পাতার পর)

ছাপার ব্যাপারে কেবল ২০০২ সালের জন্য চুক্তি হয়েছিল। তাই তাদের কাছে পুরনো বই থাকার কথা নয়।

মাধ্যমিকের বই নিয়ে কিছুটা সংশয় থাকলেও প্রাথমিকের বই দেশের প্রায় সর্বত্র উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। তবে এবতেদায়ি স্তরের বিনামূল্যের বই দেশের উপজেলা পর্যায়ে পৌঁছতে জানুয়ারি পার হয়ে যাবার আশঙ্কা করা হচ্ছে। এ বছর প্রাথমিক স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নতুন বই ছাপা হচ্ছে। এ ছাড়া ২০০৩ সালে এই প্রথম এবতেদায়ি স্তরে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হবে।

সূত্র জানায়, মাধ্যমিকের বই সময়মতো ছাপা হলেও প্রকাশকদের একটি অংশের আশঙ্কা হচ্ছে বইয়ের সঙ্কট হতে পারে। কারণ হিসাবে বলা হচ্ছে, দুই কোটি বইয়ের চাহিদা থাকলেও মাধ্যমিকের সোয়া কোটি বই ছাপা হবে। এ ব্যাপারে এনসিটিবির একটি সূত্র জানায়, বইয়ের কোন সঙ্কট হবার কথা নয়। যদি কিছু চাহিদা সৃষ্টি হয় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বই ছাপার প্রস্তুতি রয়েছে। দৃষ্টান্ত দিয়ে এনসিটিবির এক কর্মকর্তা জানান, ২০০২ সালে তিন দফায় বই ছাপা হয়েছিল। যেহেতু প্লেট রেডি থাকে সেহেতু চাহিদা সৃষ্টি হওয়ামাত্র তিন দিনের ব্যবধানে বই ছাপা সম্ভব। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক প্রকাশক বলেন, মাধ্যমিকের বইয়ের চাহিদা অনুমানের ভিত্তিতে নির্ধারণ হওয়ায় বেশি বই ছাপার ঝুঁকি প্রকাশকরা নিতে চান না। তবে চাহিদা থাকলে তা দ্রুত মেটাতে কারও আন্তরিকতায় ঘাটতি থাকবে না।

হাসান বুক ডিপো নামে একটি পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান দাবি করেছে যে, তাদের কাছে মাধ্যমিকের গত বছরের প্রচুর অবিক্রীত বই রয়ে গেছে এবং বইয়ের কভার পরিবর্তন করায় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এই প্রতিষ্ঠানটি ২০০২ সালে মাধ্যমিকের শতকরা ৪০ ভাগ বই ছাপার কাজ করেছিল। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার আবুল কালাম স্বপন গত বছরের পুরনো বই বিক্রির অনুমতি পেতে আইনী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন।